আদাবুল আযান

দ্বিতীয় খণ্ড

pdf by : Mohammad Abdul Awal
সকলের নিকট
দু'আ প্রার্থী
Mobile : 01745-335634

প্রনিতঃ--

মাওলানা আকবর আলী রেজভী সুন্নী-আল-কাদেরী

রেজভীয়া দরবার শরীফ – সতরশ্রী।

জেলা—নেত্রকোনা।

হাদিয়া—

২নং উত্তর দুর্গা পুর

কৃষ্ণ নগর ওরপে ঘোড়ামারা

★ জনাব মাওঃ আবদুল হামিদ খন্দকার সাহেব
★ জনাব মাওঃ আবুল হাসেম
★ জনাব নূরুল হক সাহেব
★ জনাব হাবিবুর রহমান সাহেব
★ জনাব আবদুর রহমান সাহেব
★ জনাব মুকতুল হোসেন সাহেব
★ জনাব আবুল কাসেম

এর দ্বারা প্রকাশিত।

আদাবুল আযান

দ্বিতীয় খণ্ড

نحمده نصلى على رسوله الكريم

اما بعد

فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم = بسم الله الرحمن الرحيم

يايها الذين امنوا لاتخونوا الله والرسول وتخونوا امنتكم

وانتم تعلمون ٥

অর্থ :— হে ঈমানদারগণ ! তোমরা আল্লাহ ও রাসুলের সাথে খিয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকা করিও না ; আর তোমাদের নিজেদের মধ্যকার আমানত সম্পর্কে জানিয়া শুনিয়া খিয়ানত করিও না। (ছুরায়ে আনফাল ৩রুকু, ২৭ নং আয়াত) কোরআনুল কারীমের এই আয়াত শরীফ নাযিল হওয়ার সম্পর্কে তাফছীরে কাশ্শাফ, প্রণেতা লিখিয়াছেন—হুজুর ছরকারে দো- আলম নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম বনুকুরাইজাকে ২১ দিন যাবৎ অবরোধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই অবরোধের ফলে কুখ্যাত ইহুদী সম্প্রদায় বনু কুরাইজা বাধ্য হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিল এবং শ্যামদেশে অন্য কোন ইহুদী সম্প্রদায়ের নিকট চলিয়া যাইবার অনুমতি চাহিল। হুজুর নবী করিম ছাল্লেল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম তাদের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন; এবং বলিলেন তোমাদের জন্য একটা উপায় আছে। তাহা এই যে, তোমাদের ছাআদ বিন মাআজের ফায়ছালায় আসিতে হইবে। কিন্তু বনু কুরাইজা ইহাতে সম্মত হইল না, বরং আবুল বাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তাহাদের নিকট পাঠাইবার জন্য আবেদন করিল। হজরত আবুল বাবা (রাঃ) বনু কুরাইজার হিতাকাংখী ছিলেন। কেননা আবুল বাবার বংশের লোক বনু কুরাইজার অধীনে ছিল। হজরত আবুল বাবা (রাঃ) বনু কুরাইজার নিকট পৌছিলে তাহারা তাহার

নিকট ইহা জানিতে চাহিল যে, ছাআদ বিন মাআজ (রাঃ) এর আদেশ মানিয়া তাহারা দুর্গ ছাড়িয়া আসিবে কি? ইহাতে আবুল বাবা নিজের গলদেশের দিকে ইশারা করিলেন। এই ইশারা দ্বারা উদ্দেশ্য এই ছিল যে, 'ছাআদ বিন মাআজের ফায়সালায় তোমাদিগকে কাতল করা হইবে' হজরত আবুল বাবা বলেন—এখনও আমি স্বস্থান ত্যাগ করি নাই, আমার অনুমান হইল যে, আমি আল্লাহ পাক ও রাসুলে পাকের আমানত খিয়ানত বা বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়াছি। ইহাতে এই আয়াত শরীফ নাযিল হইয়াছে। অতঃপর, আবুল বাবা (রাঃ) নিজেকে নিজে মসজিদের এক খাম্বার সহিত শক্ত করিয়া বাঁধিলেন এবং এই বলিয়া শপথ করিলেন যে, 'যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ পাক ও রাসুলে কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম আমাকে ক্ষমা করে ততক্ষণ পর্যন্ত এই অবস্থায় রহিব, কিছুই খাইব না বা পান করিব না; ইহাতে যদি প্রান বাহির হয়, হউক; মৃত্যু আসে আসুক। এই অবস্থায় হজরত আবুল বাবা (রাঃ) ৭ দিন যাবৎ বন্দী অবস্থায় রহিলেন। সপ্তম দিবসে তিনি অনুশোচনা ও অনাহারে কাতর হইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়েন। ইহাতে আল্লাহ পাক তাহার তওবা কবুল করিলেন। তাহাকে সুসংবাদ দেওয়া হইল যে, তোমার তওবা কবুল হইয়াছে, তোমার বন্ধন তুমি খুলিয়া লও।' তখন হজরত আবুল বাবা (রাঃ) আকুল হইয়া বলিতে লাগিলেন - ''না, আমি কখনো নিজের বন্ধন নিজে খুলিব না; যতক্ষণ পর্যন্ত না হুজুর ছরকারে দো-আলম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম আসিয়া আমার বন্দী-দশা হইতে মুক্তিদান করেন।'' তারপর হুজুর রাহমাতুল্লিল আলামিন শফীউল মুজনাবীন ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম তথায় আগমন করত: নিজের হাত মুবারক দ্বারা তাহার বন্ধন খুলিয়া দিয়া তাহাকে মুক্তিদান করেন। ইহাতে হজরত আবুল বাবা (রাঃ) বলেন - 'আমরা তওবা সম্পূর্ণরূপে কবুল হওয়ার জন্য আমার কওমের বাসভূমি হইতে আমি হিজরত করিব যে স্থানে আমার গোনাহ প্রকাশ পাইয়াছে। আর আমার

জীবনের সমস্ত উপার্জিত ধন সম্পদ আল্লাহের রাস্তায় ছদকা করিব।' রাসুলে কারীম ছাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ইরশাদ করিলেন—সমস্ত মালের বা ধন সম্প্রদের এক তৃতীয়াংশ ছদগা করাই যথেষ্ট।'

তাফছীরাতে আহমাদীয়ার মুছান্নিফ আল্লামা আহমাদ জিওন (রঃ) উক্ত আয়াত শরীফের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন—আয়াতের শানে নযুল যাহাই হউক এই আয়াত শরীফ মর্মে আল্লাহ পাক এবং তদীয় রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের খিয়ানত বা বিশ্বাস ভঙ্গ করিতে এবং নিজেদের পারস্পরিক আমানতের খিয়ানভ করিতে নিষেদ করা হইয়াছে।

২। 'তাফছীরে বায়জাবী শরীফে ও হজরত আবুল বাবা (রাঃ) এর ঘটনার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে ফরজ ও সুন্নত আদায়ের ব্যাপারে শিথিলতা করিয়া কিংবা ফরজ সুন্নত তরক করিয়া আল্লাহ ও রাসুলের খিয়ানত করিও না। তোমাদের অন্তরে কিছু আর মুখে অন্য কিছু ইয়াওখিয়ানতের মধ্যে গণ্য। তদ্রূপ গণিমিতে মালের মধ্যেও খিয়ানত করিবে না।

৩। এই আয়াতে কারীমা দ্বারা তিনটি বিষয় প্রমাণিত হইয়াছে। (১) আল্লাহ পাকের ফরজ, '২) রাসুলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের সুন্নত, এবং (৩) পরস্পরের আমানত। আল্লাহ পাক বলেন—হে আমার প্রিয় ঈমানদার বান্দাগণ! তোমরা আল্লাহ রাসুলের খেয়ানত করিও না। অর্থাৎ আল্লাহর ফরজ, নবীজীর সুন্নত তোমাদের নিকট আমানত স্বরূপ। এই আমানতদ্বয়ের খিয়ানত করিও না। অর্থাৎ ফরজ ও সুন্নত সমূহ আমল করিতে কখনো ত্রুটি করিও না। (৪) তোমরা একে অন্যের আমানতকে জানিয়া বুঝিয়া খিয়ানত করিও না। অর্থাৎ, তোমরা পরস্পরে পরস্পরের বিশ্বাস ভঙ্গ করিও না বা বিশ্বাসঘাতকতা করিও না।

বেয়াদরান-ই-ইসলাম! জানিয়া রাখুন, এই স্থানে সুন্নত দ্বারা সর্বপ্রকার সুন্নতের কথাই বুঝান হইয়াছে। আমার আলোচ্য বিষয় আযানের সুন্নত সম্পর্কে। পঞ্জেগানা বা ওয়াক্তিয়া নামাজের আযান সুন্নতে ছাহাবী সুন্নতে

রাসুল নহে। ইহা হজরত উছমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর সুন্নত—মিনারায় কিংবা মসজিদের বাহিরে; কিন্তু মসজিদের ভিতরে আযান দেওয়া মাকরুহে তাহরিমা বা হারামের নিকটবর্তী কবিরাহ গুনাহ। পক্ষান্তরে, বর্ত্তমানে মাইক ব্যবহার দ্বারা এই আযানকে মসজিদের ভিতরে নেওয়া হয়েছে অথচ ইহা সুন্নাতের বরখেলাপ কাজ। অপরাধের ক্ষেত্রে প্রথমতঃ এবাদতের মধ্যে মাইক ব্যবহার জঘন্যতম হারাম কাজ; দ্বিতীয়তঃ মসজিদের বাহিরের আযান মসজিদের ভিতরে নেওয়া কবিরাহ গোনাহ। আমি জিজ্ঞাসা করি—ওহে আলেম সাহেবান! ধর্মের মধ্যে এই ধরনের পরিবর্তনের অধিকার আপনারা কোথায় পাইলেন? ধর্ম কিংবা শরীয়ত কি আপনাদের অধীনে? নাউজুবিল্লাহ! আল্লাহ হেদায়াত করুন।

দ্বিতীয়ত প্রসঙ্গ জুম্আ বা শুক্রবার দিনের দ্বিতীয় আযান সম্পর্কে—এই 'আযানে ছানী, মসজিদের বাহিরে দরজায় দিতে হয়। ইহাই সুন্নাতে রাসুল ও সুন্নাতে খোলাফায়ে রাশেদীন, আর তৃতীয় আযান যাহাকে একামত বলা হয়। উহা মসজিদের ভিতরে যাহা দিবালোকের মত উজ্জল দলীল দ্বারা প্রমাণীত। জুম্আর দ্বিতীয় আযান যতদিন হুজুর রাসুলে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদীন দুনিয়ার বুকে বিদ্যমান ছিলেন খোতবাহ পাঠের জন্য যখন মিম্বারে বসিতেন তখন আযান দেওয়া হইত মসজিদের দরজায়। এই বিষয়টি আমার রচিত আদাবুল আযান প্রথম খণ্ডে দালায়েল সহ বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। উহা দ্রষ্টব্য। এতদুভয় সুন্নত বা সুন্নতে রাসুল ও সুন্নতে খোলাফায় রাশেদীনের উপর আমল করা ওয়াজিব—ইহা হাদীস শরীফ দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণীত। পাঠকবৃন্দ! এক্ষণে কোরানে কারীমের ছুরায়ে আনফালের উল্লেখিত আয়াতে কারীমার প্রতি লক্ষ্য করুন। আল্লাহ পাকের ইরশাদ বিশ্ব সীমাণ। তোমরা আল্লাহ রাসুকে খিয়ানত করিওনা। অর্থৎ আল্লাহর ফরজ রাসুলের সুন্নতকে খিয়ানত করিও না এক্ষনে জিজ্ঞাসা করি নবীয়ে পাকের সুন্নতকে দাফন করিয়া দিয়া নবীজির সুন্নতের পরি-

পন্থী কাজ অবলিলাক্রমে চালু করিয়া দেওয়া আল্লাহ-রাসূলের খিয়ানত নহে কি? বিবেক সম্পন্ন ও জ্ঞানীগনের তরফ হইতে নিশ্চয়ই উত্তর আসিবে—'উহাতে সন্দেহাতীতরূপে আল্লাহ রাসূলের খিয়ানত করা হয়, আল্লাহর কালাম অনুসারে। আরও জিজ্ঞাসা করি—মসজিদের বাহিরের ও দরজার আযানকে মসজিদের ভিতরে প্রবেশ করাইবার অধিকার কে দিল বা কোথায় পাইল? আল্লাহ রাসূলের বিধানের উপর হস্তক্ষেপ করার অধিকার কাহার আছে? আল্লাহ রাসূলের সমকক্ষ আরও কেহ আছে কি? আল্লাহ রাসূলের চাইতে বড় কিংবা সমকক্ষ ধারনা করিয়া, আল্লার রাসূলের সীমা লঙ্ঘন করিয়া এখনও মুসলমান দাবী করা চলিবে? হুজুর পোর-নুর রাসূলে আকরান ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম দীর্ঘ ২৩ (তেইশ) বৎসর যাবৎ নামাজ আদায় করিয়াছেন। তন্মধ্যে শুক্রবার দিন যখন হুজুরে পাক মিম্বারে বসিতেন তখন আযান হইত মসজিদের বাহিরে দরজায়—আবি দাউদ শরীফ, ১৫৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

যাহারা উক্ত করে যে, হজরত উছমান রাদিয়াল্লাহু আনহু উক্ত দরজার আযান মসজিদের ভিতরে নিয়াছেন তাহাদের প্রতি আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, হজরত উছমান (রাঃ) কি উম্মতের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না? তাঁহার উপর কি সুন্নতে রাসূল ও সুন্নতে খোলাফায়ে রাশেদীনের উপর আমল করা ওয়াজিব ছিল না? তিনি কেমন করিয়া এই ওয়াজিবকে তরক করিতে পারেন? অন্যথায়, তিনি কি গোনাহগার হইবেন না? সাবধান! একজন জলীলুল কদর ছাহাবী আমিরুল মুমেনীন হজরত উছমান গনি (রাঃ) কে মিথ্যা অপবাদ দ্বারা গোনাহগার বনাইয়া মুনাফিক-কাফের হইবে না। খবরদার! ধোকাও প্রতারনা করতঃ নিজের ঈমানকে ধ্বংশ করিবে না; নিরীহ মুসলমানদিগকেও ঈমান-হারা করিবে না।

বেরাদরান-ই-ইসলাম! আমি (মাওলানা রেজভী) বহুদিন যাবৎ 'ঈমানের' আলোচনা করিয়াছি, কিন্তু বহুসংখ্যক ওয়াহাবী-মুনাফিক-কাফের ধরা পড়ে

নাই, এক্ষনে কিছুদিন যাবৎ 'আমলের' আলোচনায় ইহারা ধরা পড়িয়াছে, উহাদের মুখোশ খুলিয়া গিয়াছে। শুধু একটি নহে, আরও বহু বহু সুন্নত উক্ত ওয়াহাবী মুনাফিকরা দাফন করিয়া দিয়াছে। অচিরেই তাহাও ধরা পড়িবে। হজরত উছমান (রাঃ) এর যমানায় মসজিদের দরজায় আযান হইত উহারও প্রমাণ রহিয়াছে। যথা—তাফসীরে মাওয়াহিবুর রহমান, ৪০৩ পৃষ্ঠায় আছে—

جب خطیب منبر پر بیٹھتا تو بدستور سابق وسکے
دوبارہ اذان دی جاتی

অর্থাৎ, হজরত উছমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের সময় যখন লোক সংখ্যা অধিক হইল, আবাদী বৃদ্ধি পাইল তখন 'জাওরা' নামক স্থানে তিনি একটি আযান বৃদ্ধি করিলেন যেন এই আযান শ্রবন মাত্রই লোকজন ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ করতঃ জুমআর নামাজের জন্য প্রস্তুত হইয়া মসজিদের দিকে ধাবিত হয়। যখন খাতিব মিম্বারের উপর বসিতেন তখন পুর্ব্বকার রেওয়াজ অনুযায়ী দ্বিতীয় আযান দেওয়া হইত। পুনরায় খোৎবা শেষ হইলে নামাজের জন্য একামত বলা হইত। উক্ত কিতাবে আরও বর্ণিত আছে—

حضرت علی رضی اللہ عنہ جب کوفے میں قیام کیا تو وہاں
فقط طریقۂ ابوبکر وعمر رضی اللہ عنہما کے موافق خطیب کے سامنے
اول اذان پر اکتفا کیا۔

অর্থাৎ, হজরত আলী (রাঃ) যখন কুফায় বসবাস করিতেন তখন হজরত আবু বকর ও হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমার রীতি অনুযায়ী খাতিবের সামনে প্রথম আযানের উপর যথেষ্ট করিতেন। তাফছীরে মাওয়াহিবুর রহমান, ৪০৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ফলকথা, নবীজীর সুন্নতকে দুষমনে খোদা 'দুষমনে' রাসূল ওয়াহাবী মুনাফিকের দল দাফন করিয়াছে, কিন্তু সুন্নী মুসলমান তথা মুহাক্কেক সুন্নী উলামাগণের নিকট ধরা পড়িয়াছে। আর এই দরজায় আযান সুন্নতে রাসূল ও সুন্নতে খোলাফায়ে রাশেদীনকে যে ব্যক্তি অজ্ঞতা

বশতঃ (কিংবা যে কোন কারণে হউক) হারাম অথবা শয়তানী কর্ম বলিয়া উক্তি করে সে নিজে মুসলমান নহে এবং জন্ম ও তার মুসলমানের ঘরে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে। অন্য কথায়, সে কাফের ত বটেই, বরং কাফেরের চাইতে নিকৃষ্টতর।

বিশ্বের অদ্বিতীয় আলেম ও অলিকুল শিরোমণি চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ইমামে আহ্‌লে সুন্নত আলাহজরত শায়খ আহমদ রেজা খান সাহেবের বেরলুভী রাদিয়াল্লাহু আনহু তদীয় প্রসিদ্ধ কিতাব আহকামে শরীয়তের মধ্যে এই মাছআলাটি চমৎকারভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অতদ্ব্যতীয়, ছদরুশ শরীয়ত আল্লামা আমজাদ আলী আজমী (রাঃ) প্রণীত বাহারে শরীয়ত যাহা ১৭ খণ্ডে রচিত এবং ১০,০০০ (দশ হাজার) এর অধিক মাছায়েলে পরিপূর্ণ উক্ত প্রসিদ্ধ কিতাব ও হাদীসের কিতাব সমূহ এবং হানাফী মজহাব তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সুপ্রসিদ্ধ তাফছীর ও ফেকার গ্রন্থাদি যাহা আমি আদাবুল আযান নামক কিতাবের প্রথম খণ্ডে অষ্টাধিক দলীল সংগ্রহ করিতে উল্লেখ করিয়াছি যাহারা ঐ সমস্ত দলীল ও কিতাব সমূহ অমান্য করে তাহারা নিঃসন্দেহে পথভ্রষ্ট বাতিল পন্থী ; বরং নির্ভেজাল কাফের ও মুনাফিক যারা কাফেরের চাইতেও নিকৃষ্টতর ! আর তাদের সহিত ছালাম, কালাম সমাজ নমাজ ইত্যাদি লেন-দেন মুসলমানদের জন্য হারাম।

৫। হানাফী মজহাবের প্রসিদ্ধ ফেকার গ্রন্থ 'হেদায়া'-তে বাবুল আযান—৮২ পৃষ্ঠায় রহিয়াছে

وَقَالَ مِنَ السُّنَّةِ الْاَذَانُ فِي الْمَنَارَةِ وَالْاِقَامَةُ فِي الْمَسْجِدِ

অর্থ :- সুন্নতে রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম অনুযায়ী মিনারায় আযান দেওয়া এবং একামত মসজিদের ভিতরে বলা।

৬। কোরআনুল কারীম

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ

অর্থ :—হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও রাসুলের অগ্রগামী হইও না। অর্থাৎ, রাসুলে পাক ছাল্লেল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম যে কাজের আদেশ করেন নাই সেই কাজ তোমরা করিও না। এক্ষণে আমি বলি -রাসুলে পাক তদীয় হীন হায়াতে জিন্দেগীতে কোনদিন মসজিদের ভিতরে আযান দেওয়ান নাই এবং হজরত ছিদ্দিকে আকবর ও ফারুকে আজম রাদিয়াল্লাহু আনহুমার যুগে অর্থাৎ খোলাফায়ে রাশেদীনের যমানায়ও কেহ কোনদিন আযানে ছানী বা খোতবার আযান মজজিদের ভিতরে দেওয়ান নাই বা সুন্নাতের বরখেলাপ বেদ-আত রীতি চালু করেন নাই। কেহই প্রমাণ করিতে পারিবে না—কিয়ামতের পুর্বেও না। নবীজী ও খোলাফায়ে রাশেদীনের জিন্দা সুন্নতকে দাফনকারী ধর্মের লেবাসে চোর-মুনাফিকদল এইবার ধরা পড়িয়াছে। এদের মুখোশ উন্মোচিত হইয়াছে। নছীবে হেদায়াত থাকিলে হেদায়াত হইতে পারে নতুবা, ৭২ (বাহাত্তর) জাহান্নামী দলের ত হইবেই।

৭। কোরআনুল কারীম

وما اتكم الرسول فخذوه وما نهكم عنه فانتهوا

অর্থ : আল্লাহ পাক বলেন—আমার রাসুল তোমাদের জন্যে যাহা আসিয়াছে তাহা পালন কর, আর যাহা তোমাদিগকে নিষেদ করিয়াছেন তাহা বর্জন কর।

৮। কোরআনুল কারীম

والذين يؤذون رسول ولهم عذاب اليم

অর্থ : আল্লাহ পাক ঘোষণা করিয়াছেন—যে ব্যক্তি রাসুলে পাক ছাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে কষ্ট দিবে তাহার জন্য কঠোর শাস্তি নিদ্ধারিত রহিয়াছে।

৯। কোরআনুল কারীম -

من يحاد والله ورسوله فان له نار
جهنم خالدا فيها ذلك الخزى العظيم

অর্থ : যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসুলের বিরুদ্ধাচরন করিবে নিশ্চয় সে চিরকাল দোজক ভোগ করিবে, ইহাই তাহার জন্যে অবধারিত অপমানজনক শাস্তি।

১০। কোরআনুল কারীম

اطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا

অর্থ : আল্লাহ্ পাক জাল্লা শানুহু ইরশাদ করেন—তোমরা আল্লাহর পাইরুবী এবং তাহার রাসুলের পাইরুবী কর ; আর পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ করিও না।

১১। আল্লাহ-রাসুলের আদেশের মোকাবেলায় অন্য কাহারও আদেশ মানা তাহার আদেশকে উত্তম জানা কিংবা প্রদান্য দেওয়া ; অথবা কোরআন ও হাদীসের আদেশকে আমলের অযোগ্য ধারনা করা কিংবা খারাপ জানা সরাসরি কুফুরী—এই ধরনের লোক নিকৃষ্টতম কাফের।

—আশরাফুত্ তাফাছীর ২৬৬ পৃষ্ঠা

১২। হুজুর পোর-নুর ছরকারে কায়েনাত ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার শান-মানকে ক্ষুন্ন করিবার অপচেষ্টায় যে ব্যক্তি লিপ্ত হইবে এবং হুজুরে পাকের গুনা-গুণ তথা হুজুরে পাকের শানে আজমত বা মহত্ব ও গৌরবের আলোচনায় যাহার অন্তর-মন জ্বালিয়া-পুড়িয়া ছার-খার হইয়া যায় সে ব্যক্তি কোরআনের আহকাম অনুযায়ী নিরেট কাফের ও বেঈমান। (৩০ পারা, সুরায়ে তাওব —আশরাফুত তাফাছীর —২৭৪ পৃঃ)

১৩। হুজুরে পাক ছাহেবে লাওলাক আলেমে মাকানা ওয়া মাইয়াকুন্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার শানে আজমতের আলোচনা ও গুণ-গানে যেই দুর্ভাগার শরীর শিহরিয়া উঠে কিংবা অগ্নি-শর্মা, হইয়া উঠে সে নির্ভেজাল কাফের ও মোরতাদ—কাতলের যোগ্য।

১৪। মুনাফিক লোক যদি নেক কাজ করে তবু খারাপ নিয়ত করে, যদ্বারা ঐ নেক কর্ম গোনাহে পরিণত হইয়া যায়। মুনাফিক যখন মসজিদে যায় তবে জুতা চুরি করিবার জন্য যায় ; আবার ঐ মুনাফিক যখন কোরআন পড়ে তখন আল্লাহর হাবীবের দুষ তালাশ করিবার জন্য পড়ে।

(—আলকোরআন—১০ পারা ৩৫৩ পৃঃ)

১৫। মানুষের কতক বিমারী বা রোগের নমুনা তাহার চেহারায় প্রকাশ পায়। অর্থাৎ, অন্তরের আলামত মুখমণ্ডলে ধরা পড়ে। তদ্রূপ, মুনাফেকী বা কপটতা একটি অন্তরের রুহানী ব্যাধী যাহা কতক আমলের দ্বারা প্রকাশ পায়। যথা :—১) নামাজে আলস্য বা শিথিলতা করা, ২) জিহাদ হইতে বিমুখ হওয়া বা জান বাঁচাইবার চেষ্টা করা, আল্লাহ ওয়ালা গণের সহিত দুষমনী করা, ৪) দ্বীনের দুষমন দিগের সহিত মিলা-মিশা ও সংশ্রব রক্ষা করিয়া চলা—ইহা সুস্পষ্ট মুনাফেকীর আলামত।

(উক্ততাফছীর -১০ পারা ৩৮৮ পৃঃ)

১৬। ঈমানদার মুসলমানদের জন্য মুছিবত বা বিপদ আপদে পতিত হওয়া উত্তম। কেন না, বিপদ আপদ আল্লাহর তরফ হইতে রহমত স্বরূপ, যাহাতে ছবর এখতিয়ার বা ধৈর্য্য ধারণ করিলে আল্লাহর প্রিয় পাত্র হওয়া যায়—অশেষ ছওয়াবের ভাগী হওয়া।

(উক্ত কিতাব—৩৭৮ পৃঃ)

১৭। মুনাফিকের কোনও এবাদত—মালী (আর্থিক) এবাদত কিংবা বদলী (শারিরীক) হউক আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না। (উক্ত কিতাব—৩৭৪ পৃঃ)

১৮। প্রকৃতপক্ষে মুনাফিক পাকা কাফের, বরং কাফেরের চাইতেই নিকৃষ্ট।

(উক্ত কিতাব—৩৭৪)

১৯। একই যুদ্ধের ময়দান কিন্তু এই যুদ্ধে মুমিনের জন্যে জিহাদ আর কাফেরের জন্যে ফাছাদ; মুমিন এই যুদ্ধ জয়লাভে হয় গাজী আর কাফের হয় ফাছাদী, মুমিন মৃত্যু বরন করিয়া হয় শহীদ আর মৃত্যু বরনে হয় জাহান্নামী কেন না, কাফেরের এই হারাম পথে অপমৃত্যু।

২০। অন্তরে কুফুরী থাকা অবস্থায় কাফেরের কোন নেকী বা পুন্য কাজ কবুল হয় না, যেমন—ওজু ব্যতীত নামাজ হয়না। শিকড় ব্যতীত বৃক্ষ যেমন বাঁচেনা, তদ্রূপ ঈমান ব্যতীত কোন আমল কবুল হয়না।

২১। হুজুর পেন্নুা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার রেছালাত তথা শানে আজমতএর অস্বীকার পূর্বক আল্লাহ্ পাকের ওয়াহ্দানিয়াত এর স্বীকৃতি তথা ইসলামের যাবতীয় অরকান মানা বৃথা, নির্ভেজাল কুফ্রী যার মধ্যে ঈমানের লেষ মাত্র ও নাই। মদীনা পাকের মুনাফিকরা আল্লাহ্ পাকের তৌহিদ কিয়ামত, ফেরেশ্তা, বেহশ্ত ও দোজখের অস্তিত্ব স্বীকার করিত কিন্তু উহারা অস্বীকার করিত কেবল রাসুলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের শান অথচ আল্লাহ পাক স্বয়ং এ ঘোষণা দিয়াছেন কাফারু বিল্লাহ্, অর্থাৎ' উহারা আল্লাহ্তেই অবিশ্বাসী হইয়া গেল (কোরানে পাক-১০ পারা)।

২২। মুনাফিক লোকেরা সর্বদা মুসলমানদিগকে খুশী রাখিবার চেষ্টা করে আর মুমিন মুসলমান সর্বক্ষণ আল্লাহ রাসুলকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য সচেষ্ট থাকে। আল্লাহ্ রাসুলের মোকাবেলায় মানুষকে সন্তুষ্ট করা কুফুরী, এবং হারাম। (উক্ত আশরাফুত্ তাফছীর ১০ পারা—৪২০ পৃঃ)।

২৩। রাসুলে মকবুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে রাজী কর, আল্লাহ পাক নিজেই রাজি হইয়া যাইবেন। রাসুলে পাকের সন্তুষ্টি ব্যতীত আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি অসম্ভব—প্রশ্নই উঠেনা।

২৪। হুজুর ছরকারে কায়েনাত আলাইহিছালাতু ওয়াচ্ছাল্লামের সহিদ বেয়াদবী ও গোস্তাখী কুফ্রী। বেয়াদবী মূলক আচরন ও উক্তি যে-ই করিবে সে কাফের। যদিও আচরনকারী ও উক্তিকারীর অন্তরে বেয়াদবীর নিয়ত না থাকুক তথাপি কাফের হইবে (ইহা যেন ঐ দুই ব্যক্তির উদাহরন যাহদের একজন স্বেচ্ছায় বিষপান করিল, আর একজন সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় বিংবা নিজের অজ্ঞতা-সারে বিষপান করিল, কিন্তু বিষের ক্রিয়া উভয়েরই প্রতি সমান ভূমিকা পালন করিবে। ইহাতে কোন প্রকার তারতম্য হইবে না)।

২৫। হাসরের দিন অপমানিত ব্যক্তিদিগকে প্রকাশ্যে দোজখে নিক্ষেপ করা হইবে ইহা শুধু কাফেরদের ক্ষেত্রে। আল্লাহ তায়ালার ফজল ও করমের

দ্বারা গোনাহ মুমিনের হিসাব গোপনে নেওয়া হইবে। গোনাহের কারণে যদি মুমিনের দোজখে যাইতে হয় তবু তাহার গোপনীয়ভাবে প্রকাশ্য নহে।

(আশরাফুত তাফাছীর ১০ পারা - ৪২১ পৃঃ)

২৬। দুনিয়ার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হইতেছে আল্লাহ রাসুলের হক। আল্লাহ রাসুলের মোকাবেলায় পিতা-মাতার হক কিছুই নহে; অন্য কাহারও তো প্রশ্নই উঠে না। (উক্ত কিতাব — ০ পারা ২২৬ পৃঃ)

২৭। বুজুর্গানে দ্বীন ও আওলিয়ায়ে কেরামে ওরছ পালন করা এবং হুজুর সারোয়ারে কায়েনাতের ঈদে মীলাদুন্নবী অনুষ্ঠান করার মুখ্য উদ্দেশ্য এই যে, মুসলমানদিগকে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হুজুর সারোয়ারে কায়েনাত ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার শানে আজমত তথা মহত্ত্ব ও গৌরবের আলোচনা দ্বারা পবিত্র জিন্দেগীর হাকিকত উপলব্ধি দান করিবে এবং হুজুরে পাকের যথা-যথ তাজিম সম্মান ও গুণ কীর্তন করিবে। আবার অলি আল্লাহ-বুজুর্গানে দ্বীন গণের প্রকৃত অবস্থাও তাহাদের শান-মান মর্য্যাদা ইত্যাদি সাধারণ মানুষকে অবগত করান হয়।

২৮। মানুষ আল্লাহর তায়ালার যতই নাফরমানী করুক না কেন; এমন কি যদি খোদাই দাবীও কেহ করিয়া বসে, তথাপি দুনিয়ার বুকে আল্লাহ পাকের আজাব-গজব নামিয়া আসিবে না। আজাব-গজব নাযিল হওয়ার একমাত্র কারণ হইল—নবী রাসুলের সঙ্গে বেয়াদবী ও গোস্তাখী করা।

(উক্ত তাফছীর ১০ পারা ৪৫০)

২৯। কোন মুসলমানের অপর মুসলমানের সহিত আন্তরীক দুষমনী থাকিতে পারে না; যদিও পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ ও হত্যাকাণ্ড পর্যন্ত সংঘটিত হইয়া থাকে। (ঐ কিতাব ১০ পারা —৩৫৬ পৃঃ)

৩০। কোন মুসলমানের ভালবাসা কাফেরের সহিত হইতে পারে না; যদি বা হয় তবে তাহা আরেজী জাহেরী, ইত্যাদি বাহ্যিক ধরনের—কোন অবস্থায় আন্তরীক নহে। (ঐ কিতাব ১০ পারা—৪৫৭ পৃঃ)

৩১। সর্বস্থানে মেথ্যা কছম খাওয়া অতিশয় খারাপ, আল্লাহর নামে পাকের সহিত বেয়াদবী হয়। এই হেতু যে, পবিত্র নামকে নিজের মিথ্যা দাবীর উপর সাক্ষী বানান হয়। কিন্তু হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার দরবারে হাজির হইয়া মিথ্যা কছম খাওয়া গজবের উপর গজব ডাকিয়া আনা। তাহা এই জন্যে যে, আল্লাহতায়ালার পবিত্র নামের সহিত বেয়াদবী করার সঙ্গে সঙ্গে হুজুরে আনোয়ারের পবিত্র নামের বেয়াদবী এবং তৌহিন বা অবমাননা করা হয়।

৩২। হুজুরে পাকের পরম প্রিয়মাত্র ছাহাবায়ে কেরামগণের তৌহিন করা তাহাদিগকে অপমান করা কুফুরী; তাহা কোন খাছ নাম সহকারেই হউক কিংবা আম নাম সহকারেই হউক উভয়ই কুফুরী।

৩৩। হুজুরে পাক ছাহেবে লাওলাক আলাইহিচ্ছাল্লাতু ওয়াছাল্লামের শানে ফকির শব্দ ব্যবহার করা হারাম, বেয়াদবীর নিয়তে করিলে কাফের হইবে।

৩৪। এই কথা বলা জায়েজ যে, 'আল্লাহ-রাসুল আমাকে নিয়ামত দান করেন রহমত-বরকত দান করেন। আল্লাহ রাসুল বেহেশ্‌ত দান করেন, দোজখ হইতে নাযাত দান করেন। (সালতানাতে মোস্তফা দ্রষ্টব্য।)

৩৫। হুজুরে পাক ছাল্লোল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে আল্লাহ পাক পাহাড়ের অন্তরের অবস্থা জানাইয়া দিয়াছেন, সেইহেতু হুজুরে পাক ফরমাইয়াছেন 'উহুদ পাহাড় আমাকে ভালবাসে এবং আমিও উহাকে ভালবাসি; আয়ের নামক পাহাড় আমার সহিত দুষমনি রাখে; তাই আমি উহাকে ভালবাসি না। সুতরাং কেমন করিয়া একথা বলা চলে যে, হুজুরে পাক মানুষের অন্তরের অবস্থা অবগত নহেন?'

৩৬। গরীব অবস্থায় আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করা এবং আমিরী অবস্থায় ভুলিয়া যাওয়া মুনাফেকের নীতি। সম্প্রতি এ নীতির খুবই প্রসার হইয়াছে।

৩৭। মান্নাতকৃত নজর আদায় না করা মুনাফিকের নীতি। ইহাতে দীলের মাঝে নেফাক বা কপটতা জন্মে। প্রথমতঃ নজর নামা নাই উত্তম, যদি মানিয়াই

নিয়াছ, তবে উহা আদায় করা একান্ত দরকার।

(উক্ত তাফছীর —১০ পারা ; ৯২ পৃ)

৩৮। আল্লাহ ওয়ালাগণের দুষমনী করিলে তওবার শক্তি হয় না। সে ক্ষমাও পাইবে না। কাজেই এই কথা বিনা দ্বিধায় বলা যায় যে, আল্লাহর কাফেরের চাইতে রাসুলে পাকের নিকৃষ্ট। অর্থাৎ আল্লাহর সঙ্গে কুফুরী করার চাইতে রাসূলে পাকের সঙ্গে কুফুরী করা অধিকতর জঘন্যতর! এইহেতু দুনিয়ার বুকে যখনই আল্লাহর আজাব আসিয়াছে কেবল নবী-রাসূলগণের যাহারা কুফুরী করিয়াছে তাহাদের উপরেই আসিয়াছে। আল্লাহর কাফের-দের উপরে কোন সময় আজাব গজব আসে নাই, আসিবে ও না।

(আশরাফুত তাফছীর—১০ পারা ৫০৬ পৃঃ)

৩৯। হুজুর নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার দুঃখ কষ্টে বা উহার আলোচনায় খুশী হওয়ার স্পষ্ট কুফুরী (উক্ত কিতাব ১০ পারা ৫০৬ পৃঃ)

৪০। গোনাহের কাজে সন্তুষ্ট হওয়া কুফুরী ইহাতে গৌরব বোধ করাও কুফুরী। অনুরূপভাবে, মসজিদের ভিতরে আযান দেওয়া গোনাহে কবীরাহ আবার উহাতে বাহাদুরী ফলানো কুফুরী।

(উক্ত কিতাব—১০ পারা ৫০৯ পৃঃ)

৪১। ঈমানদার মুসলমানের অবশ্য কর্ত্তব্য যে, মুনাফিক লোকদের হইতে দূরে সরিয়া থাকা। মুনাফিকদের সম্প্রদায় হাজার হাজার বাহানা সৃষ্টি করিয়া নেক কর্ম হইতে নিজেরা যেমন বিরত থাকে, তেমনি মুছলমানদিগকে বাধা প্রদান করিয়া থাকে। দোজখে অনন্তকালের জন্য বাস করা, অনুতাপ ও কান্নাকাটি করা কাফের মুশরিক মুনাফিকদিগের জন্য অবধারিত। সুখের বিষয় যে, ইহা হইতে গোনাহগার মুমিন আল্লাহ্ রাসূলের ফজল ও করমে উহা হইতে বাচিয়া থাকিবে।

৪২। চক্ষুর পানি দ্বারা দোজখের অগ্নি নির্বাপিত হইবে। আল্লাহর ভয়ে

চক্ষু হইতে নির্গত এক ফোঁটা পানি সহস্র টাকা দান করার চাইতে অধিকতর উত্তম। ঐ পানি কাপড় দ্বারা মুছিও না বরং হাত দ্বারা মুখে মলিয়া দাও। অনুরূপ উত্তম কাজ হইল, অজুর পানি দাড়ি হইতে নিসৃত (অজুর) ফোটা ফোটা পানি এবং নামাজরত অবস্থায় ঘামার পানি চেহারায় মালিস করিয়া দিও।

(উক্ত তাফছীর ১০পারা ৫১২ পৃঃ)।

৪৩। কাফের ও মুনাফিকের কবর জিয়ারত করা নিষিদ্ধ। প্রত্যেক কালেমা পাঠক মুমিন নহে, কতক কাফের ও রহিয়াছে। তদ্রূপ, প্রত্যেক কালেমা পাঠকের জানাযার নামাজ নাই দেখুন, কালেমা পাঠক মুনাফিকদেরকে স্বয়ং সল্লাহ্ পাক কোরআনে বেঈমান কাফের বলিয়াছেন। আর এদের জানাযার নামাজ পড়িতে নিষেদ করিয়াছেন।

৪৪। হুজুর পোরনুর ছরকারে কায়েনাত ছাল্লাল্লহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার শানে আজমত উচ্চশাল মান তথা মহত্ব ও গৌরবকে অস্বীকার করা স্বয়ং আল্লাহ্ পাককে অস্বীকার করা স্বয়ং আল্লাহ্ পাককে অস্বীকার করারই নামান্তর। উক্ত কিতাব—৫২৩ পৃঃ

৪৫। কয়লা যেমন সহস্রবার ধৌত করিলেও উহার ময়লা যায় না কাল-কম্বল যেমন 'আবে জম জম, কিংবা কাওছারের পানি দ্বারা ধৌত করিলেও উহা কখনো সাদা হইবার নহে, তদ্রূপই মুনাফিকের মোহরযুক্ত অন্তর। আয়নার ময়লা দূরীভূত হইতে পারে বটে, কিন্তু পাথর কখনো আয়না হইতে পারেনা।

৪৬। হুজুর ছকারে দো আলম ছাল্লাল্লাহু আল্লাইহে ওয়াছামকে মানন ব্যতীত আল্লাহকে মানন ঈমান নহে। যদিও উহাতে 'কলমা গোয়ী' প্রকাশ প্রায়।

(উক্ত ফাছীর ১০ পারা ৫১৩ পৃঃ)।

এক্ষাণে আমি (মাওলানা রেজভী) বলি হে আযানের সুন্নতরীতির বিরুধী বিদ্ আতীগণ। তোমরাও একথা স্বীকার করিয়া থাক যে, নূরনবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার হীন-হায়াতের কালে এবং আবু বকর ও ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমার যমানায় শুক্রবার দিনের জুমআর নামাজের দ্বিতীয় আযান মসজিদেরদরজায়

হইত পরবর্তী কালে মসজিদের ভিতরে নেওরায় সুন্নত-বিরোধীতায় এবং রাসুলে পাকের খিয়ানত দ্বারা রাসুলে পাকের খিয়ানত দ্বারা রাসুলে পাককেই অমান্য করা হয়না কি ? আরও জিজ্ঞ সা করি আল্লাহু রাসুলের সমকক্ষ আর কেহ আছে কি ? নবীজীর কর্মই আল্লাহর কর্ম। আল্লাহ পাক স্বয়ং নবীজীর অনুসরণ ও অনুকণের আদেশ দিয়াছেন। অতএব, নামদারী মুসলমান দিগকে হুশিয়ার কারিয়া দিতেছি যে, মুসলমান নাম দিয়া মুসলমানী লেবাস পরিধান করিয়া সবল ও নিরীহ মুসমান-দিগকে আর ধোকা দিওনা, প্রবঞ্চনা করিওনা! ইবলিস লা'নাতুল্লাহ শয়তান মরদুদ ও মালাউন হইবার পুর্বে বড় আলেম ছিল, কিন্তু হজরত আদম ছুফীউল্লাহ আলাইহিচ্ছালামকে অমান্য করার পরিনাম কী ঘটিয়াছিল তাহা স্মর। কর ভুলিয়া যাইওনা।

৪৭। ঈমানদার মুসলমানের গরীবি হালবা দরিদ্রতা কাফের মুশরিকদিগের আমীরি হইতে উত্তম। মাল দৌলত আল্লাহ্ পাক দুষমণ দিগকেও দিয়া থাকেন।
(আশরাফুত তাফছীর .০ পারা, ৫২৮ পৃঃ)।

৪৮। হুজুরে আনোয়ার ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লামকে মানন ব্যতীত আল্লাহ পাকে জ্ঞাত ও ছিফাতকে বরং সমস্ত ঈমানের বিষয় বস্তুকে ও মানন ঈমান নহে। আমি বলি—বন্ধুরা আমার! মুল্যবান নসিহত গ্রহণ কর, গভীর মনযোগে শোন, ঈমান অমূল্য রতন, মরন সত্য, কিয়ামত সন্নিকটে, সেই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে আল্লাহর নিকট অবশ্য অবশ্য জওয়াব-দিহী করিতে হইবে। আর ইহার সাধ্য কাহারও নাই।

৪৯। হজরত নুহু আলাইহিচ্ছালামের নৌকায় সর্ব প্রকারের জানোয়ারের জন্যে জায়গা ছিলনা। তাহা কেবল ঈমান না থাকার কারনেই! আবার বলি শুধু, ইমানের বিষয়বস্তুকে মানাই ঈমান নহে, জ্ঞানীগণ গভীর চিন্তা করুন— হেদায়াত নচীবে থাকিতে ও পারে।

৫০। হুজুরে আনোয়ার ছাল্লাল্লাহু পালাইলে ওয়াছাল্লাম পূর্ণাঙ্গ ঈমান আর আমরা মুমিন।

৫১। কোরআনে কারীম বলে—ঈমান তিনি ঈমান বলে—আমার জ্ঞান তিনি। ছাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহে ওয়া আলিহি ওয়া বারিক ওয়াছাল্লিম।

৫২। সর্বপ্রকার কাফেরের তওবা কবুল হইবে, কিন্তু হুজুরে পাকের শানে বেয়াদবী- গোস্তাখী কারীর তওবা কবুল হইবে না, যদিও তওবা করে এবং তাহাকে মুসলমানও বলা হয়। কিন্তু কেছাছের বিধানানুসারে তাহাকে কাতল করা আবশ্যক। যেমন—কাতলকারী কাফের মুসলমান হইলেও তাহাকে কেছাছ অনুযায়ী কাতল করা অবশ্য কর্ত্তব্য ইমাম মালেক (রাঃ) এর মাজহাব। এইফতুয়া ফোকাহায়ে হানাফী গণের বটে।

৫৩। হে আমার প্রিয় ভক্তবৃন্দ! তোমরা নেক আমল কর তোমাদের মৃত্যু সংবাদ অপরের নিকট প্রকাশ হইবার পূর্বে।

৫৪। আল্লাহ্ রাসুলের আশ্রয়ই একমাত্র আশ্রয়স্থল ও পরম সত্য; আর যতসব আশ্রয় সবই মিথ্যা ও ধোকাপূর্ণ। মুমিন বান্দার জন্য অবশ্য বরণীয় যে, সর্বক্ষণ আল্লাহ্ ও রাসুলের গোলামী দ্বারাই প্রকাশ পায়। (আশ্‌রাফুত তাফছীর ১০ পারা ৪০ পৃঃ)

৫৫। ঈমান কেবল আল্লাহ্‌কে ভয় করা আল্লাহ তায়ালার জাত ও ছিফাতকে স্বীকার করা নহে বরং ঈমান হইতেছে হুজুর পোরনুর মোহাম্মদুর রাঃ) ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে তাঁহার সর্বগুনা বলিয়া সহিত মানা। ইবলিস লয়ীন আল্লাহ পাক ও তাঁহার জাত ও ছিফাতীক স্বীকার করা সত্বে ও সে মুসলমান নহে, বরং সর্বনিকৃষ্ট কাফের। (উক্ত কিতাব—১০ পারা ৪০ পৃঃ)

৫৬। কোন সম্প্রদায়ের উপর আল্লাহর আজাব গজব আসে নাই সেই সম্প্রদায়ের পয়গাম্বরের সহিত বিরুধীতা করা ব্যতীত। (ঐকিতাব ১০ পারা ৫৫ পৃঃ)

৫৭। কাফের মানুষ হওয়া সত্বে ও সমস্ত জানোয়ারের চাইতে ও নিকৃষ্টতর। তাহা এইজন্যে যে, দুনিয়ার আজাব কেবল তাদের উপরই আসিয়াছে; কোন জন্তু জানোয়ারের উপর আসে নাই। কিয়ামতের পর কাফের দোজখে প্রবেশ করিবে কোনওজীব জানোয়ার দোজখে যাইবে না।

কেননা, কোন নবীর বিরুধীতা ও দুষমনি কোন জানোয়ার বা পশুর দ্বারা হয় নাই। কোরআনে পাকে এই কারণেই মানুষকে পশুর তুল্য অধম বা তদপেক্ষা

নিকৃষ্ট বলা হইয়াছে।

৫৮। ফেরাউন দীর্ঘকাল যাবত 'খোদাই দাবী' করিয়াছে, হাজার বছর বাঁচিয়াছে, বড়ইসুখ শান্তি ও ভোগ বিলাসে কাটাইয়াছে, বসি ইছরাঈলকে হত্যা করিয়াছে, কিন্তু নীল দরিয়ায় তখনই সে ডুবিয়া মরিয়াছে যখন হজরত মুছা আলাই হিচ্ছালামের সহিত বেয়াদবী করিলেন। (উক্ত তাফছীর ১০ পারা, ৫৬ পৃঃ)।

৫৯। আল্লাহ তায়লার প্রিয় বান্দার দুষমন স্বয়ং আল্লাহর দুষমন।

(উক্ত তাফছীর—১০ পারা ৭৫ পৃ,)

৬০। হুজুর নূরে খোদা নূরে মোজাচ্ছাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহিচ্ছালা দুনিয়ায় আগমনে ফলে দুনিয়া আজাব-গজব হইতে মুক্ত হইল। যে ব্যক্তি আমার প্রাণের আক্কা ও মাওলার দামানে পাকে থাকিবে সে ব্যক্তি দামানে পাকে আমানে থাকিবে—উভয় কালের আজাব-গজব হইতে চিরমুক্ত থাকিবে।

উক্ত কিতাব—পারা ১১০ পৃঃ)

৬১। আল্লাহর তায়লার নৈকট্য কেবল হুজুরে আনোয়ার ছাহেবে কাওছার ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার 'নজরে করম' বা সুদৃষ্টি বদৌলতেই লাভ হইয়া হইয়া থাকে। (উক্ত কিতাব—১১ পারা—২পৃঃ)।

৬২। যে মানুষ আজালী বদবখত ভাল ও মহৎ লোকের সংশ্রবে তাহার কোন উপকার হইবে না; এবং কোন ভাল ও প্রসিদ্ধ জায়গায় অবস্থান ও তাহার জন্যে উপকারী নহে।

৬৩। আসল কাফের মুশরিকের তুলনায় মুনাফিক কাফেরের আজাব ভয়ংকর বেশী হইবে। (উক্ত তাফছীর ১১ পারা, ৪৩ পৃঃ)।

৬৪। আমাদের যাবতীয় নেক-কর্ম তখনই গ্রহণ যোগ্য হইবে যখন হুজুরে পাকের ওছিলায় উহা আল্লাহ পাকের দরবারে হাজির করা হইবে।

৬৫। হুজুর নূরে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম আল্লাহর সৃষ্টি নায়েবে কিবরীয়া বা সমহান প্রতি নিধি। তাই, হুজুরে পাকের ফায়ছালা স্বয়ং আল্লার ফায়ছালা, হুজুরে পাকের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা স্বয়ং আল্লাহর সহিত যুদ্ধ ঘোষণা

পক্ষান্তরে হুজুরে পাকের সহিত ভালবাসা স্থাপন। স্বয়ং আল্লাহ্ পাকের সহিত ভালবাসা স্থাপন। (উক্ত তাফছীর ১১ পারা—৪০ পৃঃ

হে আযানের সুন্নত রীতির বিরুধী বাতিল পন্থিগণ। তোমরাও স্বীকার করিয়াছ যে নবীজীর হায়াতের কালে শুক্রবার দিনের দ্বিতীয় আযান মসজিদের দরজায় হইত। তোমাদের কি জানা নাই যে, নবীয়ে পাকের ফায়ছালা স্বয়ং আল্লাহ্ পাকের ফায়ছালা? তাহা হইলে, শুক্রবার দ্বিতীয় আযানকে মসজিদের ভিতরে প্রবেশ করাইয়া কাহার ফায়সালা স্বীকার করিয়াছ? কাহাকে রাসুল মানিয়াছ? আল্লাহ্-রাসুলের সমকক্ষ আর কেহ আছে কি? ওহে যাহারা আল্লাহ্ রাসুলের আমানত খেয়ানতকারী ও সীমালঙ্ঘনকারী! এখনও সময় আছে হুশিয়ার হও সত্বর তওবা কর। নতুবা, বিবাহ টুটিয়া যাইবে, সন্তানাদি হারামজাদা হইবে। মনে রাখিবে বুদ্ধিমানের জন্যে ইশারাই যথেষ্ট।

৬৬। হুজুরে পাক ছাহেবে লাওলাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম হইতে যে ব্যক্তি দূরে অবস্থানকারী সে ব্যক্তি আল্লাহ পাক হইতেও দূরে অবস্থান কারী—এমন লোকই ইবলিস মরদুদের সংগী। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি হুজুরে আনোয়ার ছাহেবে কাওছারের নৈকট্য লাভকারী সে ব্যক্তি আল্লাহ্ পাকের ও নৈকট্য হাছেল কারী—এমন ব্যক্তি মহাভাগ্যবান।

(আশরাফুত তাফাছীর—১১ পারা ২৩ পৃঃ)

মরদুদ শয়তান আল্লাহর ফায়ছালা না মানিয়া হজরত আদম আলাইহিচ্ছালামের প্রতি সেজদা করিতে অস্বীকার করতঃ আল্লাহর রাসুল হইতে দূরে সরিয়া পড়িয়াছে এবং চিরতরে বিতাড়িত হইয়াছে। তদ্রূপ, আমার আশংকা হইতেছে তোমরা যারা আযানের ব্যাপারে রাসুলে পাকের সুন্নতের বিরুদ্ধ রীতির অনুসারী তাহারার নাকি মরদুদ শয়তানের ন্যায় আল্লাহ্ পাকের আশ্রয় হইতে দূরে সড়িয়া পড়িয়াছে। আল্লাহ্ পাক হেদায়াত কবুল করুন, যদি হেদায়াত নছীবে থাকে।

৬৭। হুজুর পোর-নূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের পাইকবী ও গোলা

আল্লাহ পাকের রহমতের কারণ দুনিয়ায় যে যাহাকিছু নেয়ামত আল্লাহর নিকট হইতে পায় তাহা হুজুরে পাকের গোলামীর বদৌলতেই পায়।

(উক্ত তাফছীর—১১ পারা, ৩)।

মোটকথা, আল্লাহর গোলামী ছাড়িয়া যাহারা ওয়াহাবীদের গোলামী করিয়াছে, নিঃসন্দেহে তাহারা মুশরিক হইয়া গিয়াছে, নিঃসন্দেহে তাহারা মুশরিক হইয়া গিয়াছে। নাউজুবিল্লাহ মিন যালিক।

৬৮। হুজুর ছাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে আল্লাহ পাক শরীয়তের বিধি-নিষেধের মালীক বানাইয়াছেন, এবং হালাল-হারাম নির্দ্ধারণে হুজুরে পাকের উপর ক্ষমতা আরোপ করিয়াছেন। (উক্ত তাফছীর—১১ পারা ১১১পৃঃ)।

এক্ষণে, যাহারা মসজিদের দরজায় আযান দেওয়া হারাম বলিতেছে তাহারা নিঃসন্দেহে পরোক্ষভাবে নবুওয়তের দাবী করত কাফের হইয়া গিয়াছে—এ বিষয় খানা চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিতে হইবে কি? খবরদার! খালেছ অন্তরে তওবা কর। মনে রাখিবে, প্রকাশ্য পাপের প্রকাশ্য তওবা, চুপে চুপে নহে। আল্লাহ পাক কবুল করিবেন; যদি হেদায়াত নছীবে থাকে।

৬৯। মুমিন মুসলমান ঐ ব্যক্তি যে হুজুরে আনোয়ার ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লমকে নিজের জানের চাইতে অধিক ভালবাসে এবং প্রিয় জ্ঞান করে।

৭০। কাফেরের সহিত জেহাদ হইল 'জেহাদে আছগর'—ছোট জেহাদে। আর নিজের নফছের সঙ্গে যে জেহাদ তাহা জেহাদে আকবর বা বড় জেহাদ। কেননা এই জেহাদ প্রকৃত পক্ষে শয়তানের সঙ্গে হইয়া থাকে। কাফেরের সঙ্গে জেহাদ তীর ও তরবারীর দ্বারা হয় কিন্তু নফছের সঙ্গে জেহাদ আল্লাহর ভয় ও নবীজীর এশকের হাতিয়ার দ্বারা হয়। কিন্তু আল্লাহর ভয় ও নবীজীর এশকের তরবারী দুনিয়ার কোন হাটবাজারে মিলে না; তাহা শুধু নবীজীর গোলামীতেই লাভ হয়। (উক্ত তাফছীর ১১ পারা ১৩৮ পৃঃ)।

৭১। পাঞ্জেগানা নামাজ নবীজীর মেরাজের সময় ফরজ হইয়াছে, কিন্তু হুজুরে আনোয়ার ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম-পূর্ব হইতেই নামাজ প্রভৃতি এবাদত করিতেন। (উক্ত তাফছীর—১, পারা ১৫৫ পৃঃ)

৭২। কোরআনে কারীম আমাদের জন্যে হেদায়েত হুজুরে আনোয়ারের জন্য হেদায়াত নহে। এক্ষনে আমি বলি- কোরআন মতে ইসলামের মূল ঈমান আকিদা, যে বলে-ইসলামের মূলমন্ত্র একতা সে কোরআন-অবিশ্বাসী নিঃসন্দেহে কাফের।

৭৩। হুজুরে আনোয়ার ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম শুধু মক্কা ও মদিনায় আগমন করেন নাই, বরং সমস্ত সমগ্র দুনিয়ার মুমিন মুসলমানের নিকট আগমন করিয়াছেন। যেমন সূর্য দেখা যায় আকাশে কিন্তু উদয় হয় সারাজাহানে। (উক্ত কিতাব—১৫৫ পৃঃ)।

৭৪। ঈমানদার মুসলমান আত্তহিয়্যাত পাঠকালে নামাজে হুজুরে আনোয়ারকে ছালাম আরজ করিয়া থাকে। যদি হুজুরে আনোয়ার ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম হাজির নাজির বা নিছটবর্তী না হন তবে কাহাকে আচ্ছালামু আলাইয়্যু হান্নাবীয়্যু' বলা হয়? (উক্ত কিতাব—১১ পারা ১৫৫ পৃঃ)।

৭৫। হুজুর ছরকারে দো'আলম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম বড়ই শানবান রাসুল। তিনি রাসুলগনের ও রাসুল ছাইয়্যেদুল মুরছালিন। এই জন্যে, আল্লাহ পাক-সমস্ত নবী রাসুলগনের পক্ষ হইতে হুজুরে আনোয়ারের প্রতি ঈমান আনিবার ওয়াদা অঙ্গীকার গ্রহন করিয়াছেন। (উক্ত তফছীর—১৫৫ পৃঃ)।

৭৬। হুজুর ছাইয়্যেদুল মুরছালীন ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম মেরাজের রাজনীতে বায়েতুল মোকাদ্দাছে মসজিদে আকচাদে পূর্ববর্তী সমস্ত নবী রাসুলগনের ইমাম হইয়া নামাজ আদায় করিয়াছেন। (রোজে আজলে মিছাক গ্রহনের ইহাও অন্যতম রহস্য)। (উক্ত তফছীর—১১ পারা ১৫৬ পৃঃ)

৭৭। হুজুরে আনোয়ার ছাল্লাল্লাহু আলাইহিচ্ছালামার পিতা মাতা দাদা-দাদী সকলেই মুমিন ছিলেন। যদি কেহ কাফের মুশরিক ধারনা করিবে সে নিজেই কাফের মুশরিক বলিয়া গন্য হইবে।

(উক্ত তাফছীর ১১ পারা ১৫৬ পৃঃ)

৭৮। হুজুরে আনোয়ারর মিলাদ শরীক পাঠ করা সুন্নতেইল হিয়া এবংসুন্নতেরাসুল ও সুন্নতে আম্বিয়া আলাইহিমুস্ছাল্লাম ও সুন্নতে ছাহাবা আলাইহিমুর রেদওয়ান

৭৯। যে মুবারক পানি হুজুরে আনোয়ার ছরকারে কায়েনাতের নুরানী আঙ্গুল মুবারক হইতে নিসৃত হইয়াছিল, উহা সমস্ত পানি তথা আবে জমজম এবং কাওছার ও ছাল ছাবীল হইতেও উৎকৃষ্টতর।

(ঐ তাফছীর - ১১ পারা, ১৫৬ পৃঃ)

৮০। সমস্ত নবীদের সংখ্যা ১,২৪,০০০ (একলক্ষ চব্বিশ হাজার) কম ও বেশী। তন্মধ্যে, রাসুল ৩১৩ জন, মুরছাল ৪ জন, এবং মোস্তফা ছাল্লেল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম কেবল একজন মাত্রই। যাঁহার ধর্ম সমস্ত ধর্মের নাছেক বা স্থগিত কারী। (ঐ তাফছীর- ১১ পারা, ১৫৬ পৃঃ)

৮১। হুজুরে আনোয়ার ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম সমস্ত আউয়্যাল ও আখেরীনগণের নবী। (ঐ তাফছীর—১ পারা, ১৬৬ পৃঃ)

৮২। কিয়ামতের ময়দানে হজুরে আনোয়ার ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের শাফাআত এবং আল্লাহ পাকের রহমত শুধু মুমিনগণেরই নছীব হইবে। কাফের এই উভয় হইতে একেবারেই বঞ্চিত থাকিবে। (১১ পারা -১৬৬ পৃঃ)

৮৩। হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে অস্বীকার করিয়া কিয়ামত দিবস ও হিসাব নিকাশের স্বীকার করা গ্রহণ যোগ্য নহে।

(১১ পারা, ১৭০ পৃঃ)

৮৪। ঈমান ৩ প্রকার :— ১নং ঈমানে ফিতরী ২নং ঈমানে শরয়ী, ৩নং ঈমানে শুহুদী।

ঈমানে ফিতরী বা, স্বাভাবগত ঈমান

যাহা প্রত্যেক লোক রুহের জগতে, লাভ করিয়াছে এবং সকলেই কালুবালা'র দ্বারা ঈমান গ্রহণ করিয়াছে। আর এই ঈমানের উপর সকল ছেলে মেয়েদের জন্ম হয়। ঈমানে শুহুদী ঐ ঈমান যাহা মরনের সময় ফেরেশতাকে দেখিয়া এবং পরকালের অবস্থাকে চাক্ষুষ দেখিয়া বান্দা যখন ঐ সমস্ত

জিনিষকে মানে। এই উভয় প্রকার ঈমান মুক্তির কারণ নহে। ঈমানের শরয়ী উহাকে বলে যাহা ইহকাল থাকিয়া নবী রাসুল গনের মাধ্যমে অর্জিত হয়। এই ঈমানই প্রকৃত প্রস্তাবে মুক্তির সনদ নাজাতের উপায়।

(ঐ তাফছীর ১১ পারা ২১২ পৃঃ)

৮৫। ইসলামী আহকাম বা বিধি নিষেধের মধ্যে পরিবর্তন করা নিজের রায় অনুযায়ী মতমত ব্যক্ত করিবরে অপচেষ্টা চালানো নিকৃষ্টতম কাফেরদিগের (ইহুদী মাছারাদের) রীতি নীতি। অতএব; মুক্তবুদ্ধি ও বিবেক সম্পন্ন বন্ধুগন কোরআনের পথে চল, কোরআনের মতে নিজের জিন্দেগী গঠন কর। পক্ষান্তরে, নিজের মনগড়া পথে কিংবা নিজস্ব অশুভ রায় অনুসারে কোরআনকে চালা বার অপচেষ্টা ও দুঃসাহস করিও না। কেন না. উহাতে ধ্বংশ অনিবার্য।

৮৬। কোরআন ও সুন্নাহ র বিধানানুযায়ী শুক্রর র দিবসের দ্বিতীয় আযান মসজিদের দরজায় সুন্নত। এই সুন্নতের বিধানকে নিজের মনগড়া রায় অনুযায়ী পরিবর্তন যাহারা করিয়াছে তাহারা নিকৃষ্টতম কাফের একথা বলিতে পারি কি? ভাবিয়া দেখা উচিত. তওবা করতঃ সংশোধিত হইবার সময় এখনও বাকী রহিয়াছে, যদি হেদায়াত নছীবে থাকে।

৮৭। কাহারও নিজের দ্বারা কোরআন মজীদের পরিবর্তন হইতে পারে না। যদি সমস্ত দুনিয়ার জ্ঞানী ব্যক্তিগণ সম্মিলিতভাবে কোরআন মজীদের কোন আদেশের বিপরীত রায় দেয় বা কোন সিদ্ধান্ত দল করে, তবে তাহাদের রায় বা সিদ্ধান্ত হইবে মিথ্যা ও কুফুরী মূলক। কোরআনে কারীম চির সত্য উহার পরিবর্তন পরিবর্ধন হইবার প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

(ঐ তাফছীর ১১ পারা ২১৭ পৃঃ)

৮৮। কোরআনে কারীমের রায় অনুসারে ঈমান-আকীদা ইসলামের মূল। ইদানিং দেখিতে পাইলাম যে ইসলামের 'মূল' 'একতা' বলিয়া জনৈক ব্যক্তি একটি বই লিখিয়াছে। ঐ ব্যক্তি আল্লাহর রসুলের দুষমন সন্দেহ নাই, এমন কি কোরআনের ও দুষমন। বরং কোরআন সুন্নাহর রায় পরিবর্তন পূর্বক কাফের ও মুশরেক হইয়াছে। হে ওয়াহাবীগণ! জানিয়া রাখ

ইসলাম সত্যই টিকিয়া থাকিবে, তোমাদের বাতিল মতবাদ ধ্বংশ হইবে।

৮৯। অনুরূপভাবে, হুজুরে পাকের সম্মানিত আদেশ কাহারও রায়ের দ্বারা পরিবর্তিন হইতে পারে না। উহা কোরআন কারীমের আয়াতের মতই অটল অনড় এবং বিলুপ্তি হইতে পবিত্র। ওহে আজানের সুন্নত-রিতীর পরিবর্তনকারিরা শোন! তোমরা নিজেরাও স্বীকার কমিয়াছে যে, রাসুলে পাকের যমানায় ও খোলাফায়ে রাশেদীনের যমানায় শুক্রবার দিনের দ্বিতীয় আজান মসজিদের দরজায় হইতে। এক্ষনে, তোমরা পরিবর্তন করতঃ ইসলামের ক্ষতি করনাই, বরং নিজেরাই শয়তানে ন্যায় বরবাদ হইয়া গিয়াছ।

৯০। হুজুরে আনোয়ার ছাল্লালাহু আলাইহিছ্ছালাম কোআনে কারীমের মোকাবেলায় নিজের রায় ব্যক্ত করিতে এবং কোরআনের পরির্তনন করিতে পারেন না, এখন ওহুজুরে আনোয়ার কখনও করেন নাই।

(ঐ তাফছীর—১১ পারা২৯৭ পৃঃ)

৯১। হুজুর ছাল্লালাহু আলাইহে ওয়াছাললামার প্রত্যেক কথাও প্রত্যেক কাজ আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে এমন কি, কোআআন পাঠ বা কোরআন শিক্ষাদান এবংলোকজনকে উহা পাট করিয়া শ্রবন করান এবং হুজুরে পাকের ইসলামের দাওয়াত প্রচার সমস্তই ছিল আললাহ পাকের পক্ষ হইতে নিদ্দেশ ক্রমে। তদ্রুপ, হুজুর নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের সমস্ত কর্ম জীবনের আদর্শ তথা কথাবার্তা চলাফেরা উঠা বসা প্রভৃতি ছিল সম্পূর্ন রূপে আল্লাহর পক্ষ হইতে তাবলীগ। (ঐ তাফছীর—১১ পারা, ২২৩পৃঃ)

৯২। হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়নছাললামার নবুওয়ত পূর্ব্বে কোরআন শরীপের আদেশ সমুহ অবশ্যই জানিতেন বরং নিজে ঐ আদেশ সমুহেন উপর আমল করতেন। নবুওত প্রকাশ এবং কোরআন নাযিল হইতে নিয়া তাবলীগ আরম্ভ করেন। নিজের আমল নহে। এই জন্য হুজুর ছাললাহু আলাইহে ওয়াছাললাম কখনও ও জাতীয় কোন কর্ম করেন নাই যাহা পরবর্তী সময়ে হারাম হইয়া যাইবে। মোটকথা হুজুরে আনোয়ার পূর্ব্ব হইতেই আবেদ ছিলেন। উক্ত তাফছীর—১১ পার২২৪ পৃঃ

অতএব, শুক্রবার দিনের দ্বিতীয় আযান মসজিদের দরজায় হইবে হইবে নবুওয়তের পূর্বেই হুজুর পাক ছাললালাহু আলাইহে ওয়াছাললাম জানিতেন বরং দুনিয়ায় শুভাগমনের পূর্বেও জানিতেন। দুনিয়ায় আসিয়া আমল করিয়া দেখাইয়াছেন। এক্ষনে বলি, ইহার পরিবর্তন করিবার অধিকার কাহার আছে? আল্লাহ-রাসুলের চাইতে বড় কে কাফের মুশরেক ব্যতীত?

৯৩। হুজুরে আনোয়ারের উত্তম নাবলীর মধ্যে গড়ীর চিন্তা করা এবাদত বরং এবাদতের জান। (ঐ তাফছীর ১১ পারা, ২২৪ পৃঃ)

শয়তান হজরত আদম আলাইহিছালামকে চিনেনাই, কাজেই সেজদা করে নাই। যদি হজরত আদম আলাইহিছালামকে চিনিত তবে অবশ্যই সেজদা করিত অর্থাৎ সম্মান করিত। সুতারাং, হুজুর নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে ওয়াহাবী মুনাফিক সম্প্রদায় চিনিতে পারে নাই, যদি চিনিত তবে নিশ্চয়ই সম্মান করিত।

৯৪। ইয়া রাসুলাল্লাহ! তোমার রাস্তায় মৃত্যু হওয়াকে শাহাদাত বলে তোমার গলিতে দাফন হওয়াকে বেহেশত বলে রিয়াজত তোমার গলিত আসা-যাওয়রই নাম তোমার ধ্যানে নিমগ্ন থাকাই এবাদত যার নাম॥ তোমার চেহারার দর্শন তোমার কালাম শ্রবণ আর তোমার মাঝে উৎসর্গ হওয়া
হাকিকত, মারেফত এবং আহলে তরিকত উহাকে বলে॥

৯৫। হুজুরে আনোয়ার ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম প্রাথমিক তাবলীগের মধ্যে কাফেরদিগকে সর্বপ্রথম নিজের পরিচয় দান করিয়াছেন। সুতরাং আল্লাহর পরিচয়ের পূর্বেহুজুর নূরে খোদা নূরে মোজাচ্ছম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার পরিচয় নেওয়া অপরিহার্য্য। এইহেতু হুজুর পাক কাফেরদিগকে এইরূপে নিজের পরিচয় দিয়াছেন কাইফা আনা ফিকুম অর্থ—আমি তোমাদের মধ্যে কি কম? পাঠকবৃন্দ! রসুলে পাকের পরিচয় পাওয়ার জন্য আমার প্রনীত নূরে খোদা মোহাম্মদে মোস্তফা' নামক নামক কিতাব খানা পাঠ করুণ।

৯৬। হুজুরে আনোয়ার ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম রুহানী তাবলীগ রুহের জগতে রোজে আযল হইতেই কায়েম ছিল। যে সমস্ত নবী ও ওলিগণ ঐ

রুহের জগতে হুজুরের নিকট শিক্ষা লাভ করতঃ সকলেই নবী ও ওলি হইয়াছেন।

৯৭। মানব জাতির আসল ধর্ম যাহা রুহের জগত হইতে হুজুর ছরকারে কায়েনাত ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম নিজের সঙ্গে নিয়া আসিয়াছেন উহাই ইসলাম।

৯৮। হুজুর ছরকারে দো-আলম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম আল্লাহ পাক জাল্লা শানুহুর একমাত্র নায়েব বা প্রতিনিধি। সৃষ্টির প্রতি হুজুরের আহবান আল্লাহর আহবান। হুজুরে আনোয়ারের গোলামী স্বয়ং আল্লাহ পাকেরই গোলামী আবার হুজুরে পাকের কেরাম ও আওলিয়ায়ে এজাম হুজুরে পাকে নায়েব বা প্রতিনিধি। সুতরাং উলামা ও আওলিয়া গণের আহবান স্বয়ং হুজুরে পাকেরই আহবান। আশরাফুত তাফছীর - ১১পারা, ২৬৪ পৃঃ)।

৯৯। পূর্ববর্তী প্রত্যেক নবী আঃ) হজরত আদম আলাইহিচ্ছালাম হইতে হজরত ঈছা আলাইহিচ্ছালাম পর্যন্ত প্রত্যেকই নিজ নিজ কওম বা জাতির নিকট প্রেরিত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের নবী হাবীবে খোদা ছাল্লেল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম সমস্ত সৃষ্টি যথাক্রমে মানব দানব জিন ফেরেশতা সকল জীবন্ত ঘাত চন্দ্র-সুর্য্য গ্রহ-তারকা, এমন কি সকল পাহাড়-পর্বত বৃক্ষলতা প্রভৃতি জড় অজড় সকল বস্তুর প্রতি নবীরূপে প্রেরিত হইয়াছেন। (ঐ তাফছীর ১১ পারা।

১০০। যাহার অন্তরে নবী-ওলীগণের তাজিম সম্মান ও ভালবাসা নাই তাহার অন্তরে আল্লাহর তায়ালার আজমত ও ইজ্জত কাবা শরীফের ও মসজিদ সমুহের তাজিম ও সম্মান স্থান লাভ করিতে পারে না। (ঐ তাফছীর—১১ পারা)

১০১। আল্লাহর নিকট ঐ ব্যক্তি প্রিয় পাত্র যে আল্লাহর নবীগণের ইজ্জত সম্মান করে, এবং নবীগণের প্রিয় পাত্র ঐ ব্যক্তি যে, আল্লাহ পাকের জাতের উপরে পূর্ণএকীন বা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে ও ভরসা স্থাপন করে—ইহাই পরিস্কার ঈমান। (ঐ তাফছীর—১১ পারা ৫৬১ পৃ;)

১০২। হুজুর নবীকরিম ছাল্লেল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের প্রেম ভালবাসা দুনিয়া ও পরকালের উন্নতির কারণ। (ঐ তাফছীরে— ১ পারা ৫৬১ পৃঃ)

১০৩। মুনাফিক লোক অন্যান্য কাফের হইতে নিকৃষ্ট ও অধিক অপবিত্র। (১১ পারা ৫৬১ পৃঃ)

১০৪। একমাত্র নবী করিম ছাল্লেল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের দ্বারা খোদা তায়ালা এবং কিয়ামতকে মানার নামই, প্রকৃত পক্ষে ঈমান।

১০৫। নবী করিম ছাল্লেল্লাহু আলাইহে ওয়াছাললামার গোলামী করা ওয়াজিব কেন না; হুজুরে পাক সারাজাহানের নবী। (ঐ কিতাব—৫৬৩ পৃঃ)

১০৬। নবী করিম ছাল্লেলাহু আলাইহে ওয়াছাললাম শরীয়তের মালীক বা প্রবর্তক।

১০৭। নবী করিম ছাল্যেলাহু আলাইহে ওয়াছাল্যামার প্রতিটি মুবারক কালাম বা কথা আল্লাহর ওহি। (ঐ তাফছীর ১১ পারা ৫৬৪ পৃ,)

১০৮। যে অন্তরে নবীগণের ভালবাসা নাই ঐ অন্তর মোহর মারানা, ঐ অন্তরে ঈমান আসিতে পারেনা।

১০৯। ঈমানের মুল কোরআনের রুহু, ধর্মের মগজ বা সার হুজুর ছরকারে কায়েনাত ছাল্লেল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার ভালবাসা।

১১০। ওহে বিবেক সম্পন্ন বুদ্ধিমানগণ! যদি মুসলমান হইয়া বাচিতে চাও মুসলমানরূপে মৃত্যুবরণ করিতে চাও তবে কোর আন জিন্দেগী গঠন কর। কোরআন ব্যতীত মুসলমানী সম্ভব নহে, ইসলামী জিন্দেগীর কল্পনাই করা যায় না।

১১১। নবীগনের আগমন আল্লাহর রহমতের কারণ আবার নবীগণের নাফরমানী আল্লাহর গজবের কারণ। (ঐ তাফছীর ৫৬৪ পৃঃ)

১১২। নবী করিম ছাল্যেল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার ওয়াদা স্বয়ং আল্লাহ পাকের ওয়াদা। (ঐ তাফছীর —৫৬৮ পৃঃ

১১৩। ঈমান জ্ঞানের দ্বারা হাছেল হয় না, বরং দামালে মোস্তফার দ্বারা লাভ হয়। (ঐ তাফছীর—৫৬৮)

১১৪। আল্লাহু রাসুল বলা জায়েজ যথা—আল্লাহ রাসুল ইহা ফাল জানেন, আল্লাহ রাছুল আমাদিগকে সম্পদ দান করিয়াছেন। (আশাফ্রত তাফছীর— ১০ পা ৪২১ ৪২১ প.)

১১৫। নবীজীর উপর ঈমান আনয়ন ব্যতীত বিশুদ্ধ আকীদা বিশ্বাস ব্যতীত শুধু তৌহিদের দ্বারা মানুষ মুমিন হয় না। রেছালাতে বিশ্বাস ব্যতীত কেবল তৌহিদের মধ্যে মুক্তি নাই। ঈমান মুক্তির মূল সনদ। (ঐ তাফছীর ২৯১ পৃঃ)

১১৬। ঈমান ও কুফরীর মধ্যবর্তী কোন স্থান নাই। মানুষ হয়ত মুমিন হইবে অথবা কাফের। মুনাফিক কাফেরের মধ্যে শামিল।

১১৭। আল্লাহ পাক তাঁহার হাবীব আলাইহিচ্ছালামকে সমস্ত গায়েবী এলেম দান করিয়াছেন। এমন কোন বিন্দু পরিমানবস্তু নাই যহার এলেম হুজুরে পাকের জানা নাই (ঐ তাফছীর ৯পারা, ৬৭০ পৃঃ)।

১১৮। কোরআনে মজীদ বেমিছাল কিতাব। যেহেতু, হুজুরে পাক ও বেমিছাল নবী, হুজুরে পাকের পবিত্র বিবিগণ বেমিছাল বিবি, তদ্রূপ হুজুরে পাকের উম্মত ও বেমিছাল উম্মত। (ঐ তাফছীর—১১ পারা ৩৭ পৃঃ)

১১৯। কোন ব্যক্তি কোরআনে মজীদের সমস্ত এলেম পরিমান করিতে পারিবেনা অর্থাৎ, উহার সমস্ত এলমের পূর্ণখবর পাইতে পারে না, যত চেষ্টাই করুক। কোরআনুল্ কারীম একটি কুল-কিনারাহীন সমুদ্র! অনুরূপভাবে; হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাকে সমপূর্ণরূপে, কেহই জানিতে পারিবে না। হুজুরে পাকের পূর্ণ হাকিকত আল্লাহ্ পাক ব্যতীত কেহই জানে না।

১২০। যদি বিজলী বাতির তার কাটিয়া দেওয়া হয়, তবে সমস্ত পয়েষ্ট নষ্ট হইয়া যায়। যদি হুজুরে পাকের সহিত গোলামীর সম্পর্ক নষ্ট হইয়া যায়, তবে শয়তানের মত জিন্দেগীর সমস্ত এবাদত বরবাদ হইয়া যায়। (ঐ তাফছীর১১ পারা)

১২১। হুজুর নূরে খোদা মোজাচ্ছম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম স্বীয় হায়াতে শরীফের মধ্যে এবং পরদা করিবার, পর মুমিন এবং কাফেরর অবস্থা দেখেন এবং জানেন, আর কিয়ামত পর্যন্তই দেখিবেন এবং জানিবেন। (ঐ তাফছীর—১১ পারা, ৩২৬ পৃঃ)

১২২। আল্লাহর আজাব দেখিয়া ঈমানে আনা গ্রহন যোগ্য নহে, এবং ঐ সময়ের ঈমানে আজাব দূর হইবে না। ঈমান বিল গায়েবই গ্রহনযোগ্য, দেখিয়া বিশ্বাস করাকে ঈমান বিল গায়েব, বলে না। (ঐ তাফছীর ১১ পারা, ৩১২ পৃঃ)

১২৩। মৃত্যুর সময় অর্থ্যাৎ ছাকরাতুল মউত—এর অবস্থায় কুফুরী হইতে তওবা করিলে মোটেই কবুল হইবে না। কারন ইহাতেও আজাবের ফেরেশতাকে দেখিয়া ঈমান আনা ঈমান বিল গায়েব নহে; ইহা ঈমান বিলশুহুদ, কাজেই গ্রাহ্য নহে

১২৪। হুজুর ছরকারে দো-আলম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের সমস্ত ওরাদা স্বয়ং আল্লাহ পাকের ওরাদা; সুতরাং উহা পুরণ হওয়া অবশ্যাম্ভবী

(আশরাফুত তাফছীর ১১ পারা, , ৩৬২)

১২৫। হে আল্লাহ পাক পরওয়ারদেগারে আলম। তোমার হাবীব ছারোয়ারে কায়েনাতের খাতিরে খাঁটী ঈমানদার মুসলমান বানাইয়া দুনিয়ায় রাখ। শুধু ঈমান ও ইসলামের দাবীদার মুনাফিক বানাইয়া রাখিওনা, বরং পাক্কা মুমিন মুসলমান বানাইও—তোমার হাবীবের খাটী প্রেমিক বানাইয়া কবরে নিও, প্রেমিক রূপে হাশরে উঠাইও। ওগো আমায় আল্লাহ! ফরিয়াদ তোমার পাক দরবারে কবুল কর এ গরীবের মুনাজাত তোমার মাহবুব ছরকারে কায়েনাতের খাতিরে। ইহকালে তোমার হাবীবের সুন্নাতের রঙে রঙিন করিও, পরকালে তোমার হাবীবের ঝাণ্ডার নীচে জায়গা দিও। আমিন! ইয়া রাব্বাল আলামিন বিহুরমাতে ছাইয়্যেদিল মুরছালিন।

১লা জিলহজ, ১৪১০ হিজরী।

সতরশ্রী,

নেত্রকোনা।

আহকার

মাওলানা রেজভী

ছুন্নী-আলকাদেরী।